**ঢাকাস্থ খিলগাঁও এ নব-নির্মিত ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

মুগদা, ঢাকা, শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০১৩, ৪ শ্রাবণ ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

খিলগাঁও এ নব-নির্মিত ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

খিলগাঁও-মুগদা এলাকার জনগণের জন্য আজকে একটি আনন্দের দিন। ঘন বসতিপূর্ণ ঢাকার এ অংশে কোন সরকারি হাসপাতাল ছিল না। চিকিৎসার জন্য মানুষকে যানজট পেরিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হত।

এখন মতিঝিল, শাজাহানপুর, কমলাপুর, খিলগাঁও, বাসাবো, মুগদা, রামপুরা, হাজীপাড়া, বাড্ডা, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী এবং ডেমরাসহ ঢাকার পূর্বাঞ্চলের সাধারণ জনগণ এ হাসপাতালেই উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

জনগণের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের কার্যকর কর্মসূচির ফলে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিগত সাড়ে ৪ বছরে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের মাধ্যমে আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছি এবং আরও কয়েকটি পূরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি।

২০১৫ সালের আগেই অতি দরিদ্রদের সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে এমডিজি-১ অর্জনের জন্য গত ১৬ জুন জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করেছে।

এরআগে আমরা শিশু মৃতুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য এমডিজি-৪ এবং সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড অর্জন করি।

শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ ও ২০১২ সালে Global Alliance of Vaccination & Immunization (GAVI) পুরস্কার লাভ করে।

সুধিবৃন্দ,

মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগে ইতোমধ্যে আমরা এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন এবং বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৯৪৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। এছাড়া ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি এবং ৫২১ জন চিকিৎসা সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে মোট ১ হাজার ৭৪৭ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে। নার্সিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৮ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও প্রায় ৭ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার নার্স ও ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গত সাড়ে ৪ বছরে সারাদেশে সরকারি হাসপাতালসমূহে ৫ হাজারেরও অধিক শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০-শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিটকে ১০০ শয্যায় উন্নতি করা হয়েছে। জাতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটকে ৫০ শয্যা থেকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করার মাধ্যমে সেবা, গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে এটিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ আধুনিক হাসাপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা জাতীয় নাক, কান, ও গলা বিশেষায়িত হাসপাতাল উদ্বোধন করেছি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেফারেল সেন্টার নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

সরকারি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৪৭টি জেলা হাসপাতাল, ৫০টি  উপজেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে মোট ২৬৭টি অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৩ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকে সেবা প্রদানের জন্য ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ হাজার ৯২৪ জন নারী।

আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতায় মাতৃমৃত্যুহার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, সাধারণ মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের অগ্রগতি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতালে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও অন্যান্য মহিলারা ফোনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

হাসপাতালসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

এই হাসপাতালের উদ্বোধন হওয়ার ফলে ঢাকার পূর্বাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পক্ষে অতি স্বল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ সহজতর হবে।

প্রাথমিকভাবে হাসাপাতালটিতে বহিঃবিভাগের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানসহ জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। এখানে ২৪ ঘন্টা জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি। পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এখানে আন্তঃবিভাগ চালু করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিচ্ছি। যাতে এখানে গাইনি ও সার্জারিসহ সব রকমের বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এটিকে পর্যায়ক্রমে একটি আধুনিক হাসপাতালে পরিণত করা হবে।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। আমি চিকিৎসকসহ সকলকে অনুরোধ জানাব আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে।

আসুন আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য-ক্ষুধামুক্ত আধুনিক শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।

আপনাদের সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।